হরিণাকুণ্ডুতে দেশীয় অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ মাদকসহ নারী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মাদক ও বিপুল সংখ্যক দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তার(৩৫) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬। গ্তকাল বুধবার রাত ১টার দিকে হরিণাকুন্ড পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে তাকে আটক করা হয়। হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত তাছলিমা আক্তার ওই গ্রামের হোসেন আলীর স্ত্রী। র্যাব-৬ এর কম্পানী কমান্ডার এএসপি মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের চিহ্নিত মাদক কারবারী হোসেন আলীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। হোসেন আলী ওই গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

এ সময় দুই কেজি গাঁজা ও ৮টি রাম দা-সহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তারকে গ্রেফতার করে র্যাব-৬।
র্যাবের কর্মকর্তা আরও বলেন, এ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হোসেন আলী পলাতক রয়েছেন। সে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদকের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল।

পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলমান রয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় মামলা করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার রায় বলেন, র্যাব-৬ এর পক্ষ থেকে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার নারীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের আগুনে ভস্মীভূত মুদি ও চায়ের দোকান

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে একটি মুদি ও চায়ের দোকান।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১১টার দিকে উপজেলার গাজীপুর গ্রামের কামাল উদ্দিন কালুর মুদি ও চায়ের দোকানে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

দোকান মালিক কামাল উদ্দিন কালু জানান, আমার এই দোকানই ছিল আমার একমাত্র সম্বল। অগ্নিকাণ্ডে দোকানের অবকাঠামো ও মালামালসহ আনুমানিক লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় প্রায় এক ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত ঘটে।

এদিকে সময়মতো না পৌঁছানোর অভিযোগ তুলে হরিণাকুণ্ডু ফায়ার সার্ভিসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, ফায়ার সার্ভিসের গাফিলতির কারণেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে গেছে। এ সময় আগুন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া ফায়ার সার্ভিসের একটি প্রতিনিধি দল কুলবাড়িয়া বাজারে পৌঁছালে জনতা তাদের অবরুদ্ধ করে “ভুয়া ভুয়া” স্লোগান দিতে থাকে।

হরিণাকুণ্ডু ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার ফরহাদ হোসেন ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে বলেন, এই ঘটনায় আমরা সরাসরি কোনো সংবাদ পাইনি। ভুক্তভোগীরা ৯৯৯ লাইনে ফোন করলে আমরা মেসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। এক পর্যায়ে স্থানীয় জনতা আমাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে তারা ভুল বুঝতে পেরে আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর আমরা অবরুদ্ধতা এড়িয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি।

ঋণ খেলাপির দায়ে হরিণাকুণ্ডুর এক প্রাইমারি শিক্ষক কারাগারে

শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:এর ঋণ খেলাপির মামলায় হরিণাকুণ্ডু উপজেলার এক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গত সোমাবার মোছা: রিজিয়িা খাতুন নামে সহকারী শিক্ষক গ্রেপ্তার হয় এবং মঙ্গলবার বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ ১ম আদালত তার জামিন না মুঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণ করেন।

মোছা: রিজিয়া খাতুন উপজেলার দুর্লভপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও কন্যাদহ এলাকার গাজীপুর স্কুলপাড়ার নজরুল ইসলামের কন্যা।

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, শিক্ষক রিজিয়া খাতুন শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: হরিণাকুণ্ডু শাখা থেকে নিজ প্রয়োজনে ঋণ গ্রহন করেন। এই পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে গত ২০২২ সালের ৯জুন তারিখে টাকা পরিশোধের জন্য ৩,৯৯,৭০০/- (তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশত) টাকার চেক প্রদান করেন। সেই চেক ১৫জুন ২০২২ তারিখে হরিণাকুণ্ডু সোনালী ব্যাং থেকে ডিসঅনার করেন। এরপর দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২০২৫ সালের ৬নভেম্বর তার অভিযোগ সন্ধ্যাতিত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় ৫মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৩লক্ষ ৯৯হাজার ৭শত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হয়।

এই অর্থ অনাদায় এবং আদালত অবমাননার দায়ে সোমবার তার নিজ বাড়ি থেকে হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ রিজিয়াকে গ্রেপ্তার করে। পরে বিজ্ঞ আদালত তার জামিন নামুঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

হরিণাকুণ্ডুতে গলায় ফাঁস দিয়ে

কৃষকের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পারিবারিক কলহের জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে সাইদুর রহমান (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

রবিবার (৪ জানুয়ারি) গভীর রাতে উপজেলার তাহেরহুদা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুর রহমান তাহেরহুদা গ্রামের মৃত সাবান আলী জোয়ার্দ্দার এর মেজ ছেলে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে শনিবার রাতে পারিবারিক কলহের জের ধরে বাসা থেকে বের হয়ে যায় সাইদুর।

পরবর্তীতে প্রতিবেশীরা তাকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বাড়ির পাশে গাছের সাথে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর দেখা যায় অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। পরে তারা পুলিশে খবর দেয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ গোলাম কিবরিয়া বলেন, খবর পাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ পাঠিয়েছি, অত্মহত্য মনে হচ্ছে তবে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি।

হরিণাকুণ্ডুতে বিজয় দিবস পালিত

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টায় সূর্যোদয়ের সাথে সাথে হরিণাকুণ্ডু থানা চত্ত্বরে ৩১ বার তোপধ্বনি এবং সকল সরকারী, আধাসরকারী,স্বায়ত্তশাসিত, বে-সরকারী ভবন সমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে দিনের শুভ সূচনা করা হয়।

এরপর সকাল ৮টায় উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামের শহীদ বেদীতে উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা বিএনপি, হরিণাকুণ্ডু পৌরসভা, হরিণাকুণ্ডু থানা, বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন পৃথক ভাবে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। এছাড়া সকাল ৯টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ দিদারুল আলমের সভাপতিত্ব উপজেলার প্রিয়নাথ স্কুল এন্ড

কলেজ মাঠ প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন,জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের সমাবেশ, কুজকাওয়াজ ও ডিসপ্লে প্রদর্শন করা হয়।

একই দিনে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় ।

এ সময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ঈশিতা আক্তার, হরিণাকুণ্ডু বীর মুক্তিযোদ্ধার কমান্ড আহবায়ক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ জোয়ার্দ্দার, হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) গোলাম কিবরিয়া হাসান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (টি,এইচ,ও) ডাঃ আলমগীর হোসেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ উজ্জ্বল কুমার কুণ্ডুু, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাষ্টার, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শাখার সেক্রেটারী মোঃ ইদ্রিস আলী মাস্টার, গণআধিকার পরিষদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শাখার আহবায়ক আমর বিন মারুফ (জিতু), শিশু কলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়ামত আলী, আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মাসদুল হক (টিটু), বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ।

হরিণাকুণ্ডুতে মহিলাদলের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে নির্বাচনী উঠান বৈঠক করেছে জাতীয়তাবাদি মহিলাদল।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে হরিণাকুন্ডু উপজেলা ও পৌর মহিলাদল।

হরিণাকুণ্ডুু পৌর মহিলা দলের সভাপতি রেহেনা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম

মজিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, পৌর বিএনপির সভাপতি জিন্নাতুল হক খান, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনিচুর রহমান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক সাকিব আহম্মেদ বাপ্পী, উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি সেলিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক সালমা খাতুন।

সভায় বক্তারা বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনার নির্বাচন। এ জন্য তারা তৃণমূলের নেতাকর্মীদের আরও সংগঠিত হতে হবে। তাই আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

হরিণাকুণ্ডুতে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের হডিরণাকুণ্ডুতে খুচরা সার বিক্রেতাদের বহাল রাখা ও টিও লাইসেন্সের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে হরিণাকুন্ডু উপজেলা মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে খুচরা সার বিক্রেতা এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেয়। কর্মসূচীতে সংগঠনটির সদস্য শামীম আহম্মেদ চাঁদ, নয়ন হোসেন, মনির হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, খুচরা সার বিক্রেতাদের বাতিল করতে প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছে। এটা বাস্তবায়ন হলে দেশের ৪৪ হাজার ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারসহ ৫ কোটি কৃষক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই এ সিন্ধান্ত বাস্তবায়ন না করার আহ্বান জানানো হয় কর্মসূচী থেকে।

পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিভিন্ন

সড়ক ঘুরে উপজেলা কৃষি অফিসের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষি সচিব বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন ব্যবসায়ীরা।

হরিণাকুণ্ডুতে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য ও প্রতিকার শীর্ষক মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য ও প্রতিকার শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় হরিণাকুণ্ডুস্থ জেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের উদ্যোগে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য ও প্রতিকার শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আবুল হাসান মাস্টারের সভাপতিত্বে ও উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, মাসুদুল হক টিটোর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম.এ মজিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি জিন্নাতুল হক খাঁন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আনিচুর রহমান, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রভাষক আনিচুর রহমান, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ এবং উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মোমিন।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য কামরুজ্জামান লিজি, কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, জেলা শিক্ষক সমিতির আহবায়ক আশরাফুল ইসলাম প্রমূখ। মতবিনিময় সভায় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্কুল মাঠে চরে হাঁস, গোসল করানো হয় গরু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ১০৬ নম্বর কাছারী তোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠটি এবছরের জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এখনো পর্যন্ত জলাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। বিদ্যালয়ের মাঠের পানিতে চরে বেড়াচ্ছে হাঁস আবার কেউবা গরুর গোসল করাচ্ছেন। প্রধান শিক্ষকের দাবি উপজেলা শিক্ষা অফিসকে জানিয়েও মাঠের জলাবদ্ধতা নিরসনে কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি।

১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিতে ১৯৯৬ সালে একটি ভবন নির্মিত হয়। এই ভবনে একটি অফিস কক্ষ ও ৩টি শ্রেণি কক্ষ রয়েছে। ৩৩ শতক জমির ওপর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিশু শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৮৭জন শিক্ষার্থী রয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন ৬ জন তার মধ্যে নারী ৪জন। গতবছর বিদ্যালয়ে একটি ওয়াশ ব্লকের কাজ শুরু হলেও অর্ধেক করে ফেলে রেখে গাঢাকা দিয়েছে ঠিকাদার। বিদ্যালয়টিতে কোন সীমানা প্রাচীর নেই। তবে বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে সবচেয়ে বড় সংকট জলাবদ্ধতা। বর্ষার শুরু থেকেই বিদ্যালয়ের মাঠটি জলাবদ্ধ হয়ে থাকে। আগস্টের শুরুর দিকে বিদ্যালয়ের ভবনের বারান্দা পর্যন্ত পানির নিচে চলে যায়।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা নুসরাত জাহান বলেন, আগস্ট মাসের শুরুর দিকে আমরা হাটু পানি ডিঙিয়ে বিদ্যালয়ে এসেছি। এখনতো পানি কমে গেছে। শিক্ষার্থীদের বাবা-মায়েরা কোলে করে স্কুলে দিয়ে গেছে ও নিয়ে গেছে।

মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) সরোজমিনে বিদ্যালয়ে যেয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের মাঠে রাজহাস চরে বেড়াচ্ছে। মাঠের জমে থাকা পানিতে গরু গোসল করাচ্ছেন স্কুলের পাশে বসবাস করা এক বৃদ্ধ। বিদ্যালয় ভবনের বারান্দার গেটটি তালাবদ্ধ করে ভিতরে পাঠদান করছেন শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকেই প্রধান শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, এই উপজেলার মধ্যে এই বিদ্যালয়টি সবচেয়ে অবহেলিত। উপজেলা শিক্ষা অফিসের গত মাসিক মিটিংয়েও বিদ্যালয়ের মাঠে পানি বেধে থাকার বিষয়টি অবহিত করেছি। সরোজমিনে শিক্ষা অফিসারেরা দেখে গেছেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থা হয়নি। প্রতিষ্ঠার পরে ১৯৯৬ সালে বিদ্যালয়ে একটি বিল্ডিং পেয়েছি। পর্যাপ্ত রুম না থাকায় তিনটি ক্লাসরুমেই কষ্ট করে ক্লাস নিতে হয়। গতবছর একটি ওয়াশব্লকের কাজ শুরু করলেও অর্ধেক করে ফেলে রেখে চলে গেছে ঠিকাদার। বর্ষার শুরু থেকেই আমরা খুব শংসয়ের মধ্যে রয়েছি। কখন কোন বাচ্চা পানিতে ডুবে যায়। আগে ১৩০ জনের মতো শিক্ষার্থী থাকলেও বর্তমানে ৮৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। জলাবদ্ধতার কারণে বাচ্চাদের খেলাধুলা করার জায়গা নেই সবসময় শ্রেণি কক্ষে আটকিয়ে রাখতে হয়। তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত মাঠ ভরাট ও প্রাচীর নির্মাণের দাবি জানানতারা।

বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী জীবন। সে জানায় গত মাসে স্কুলে আসার সময় বই-খাতা নিয়ে সে একদিন পানির মধ্যে পড়েগেছিল। অন্যান্য শিক্ষার্থীর মাধ্যমে শিক্ষকরা খবর পেয়ে তাকে পানি থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। তার বই-খাতা পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়।

বিদ্যালয়ের মাঠের পাশে অবস্থিত ছাত্তার স্টোরের মালিক রায়হান মাহমুদ জানান, বর্ষার শুরু থেকেই বিদ্যালয়ের মাঠে পানি বেধে রয়েছে। এখনতো আস্তে আস্তে কমছে। মাঠটি ভরাট করা হলে ছেলে-মেয়েরা নিরাপদে স্কুলে এসে ঘুরে বেড়াতে পারবে। অন্যান্য স্কুল দুইতলা হয়ে গেলেও কেন এই স্কুলের কোন উন্নয়ন হলোনা তা বুঝতে পারিনা।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শিক্ষা অফিসার এস. এম. আব্দুর রহমানের ফোন নাম্বারে একাধিকবার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি। তবে এবিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনন্দ কিশোর সাহা বলেন এই বিষয়ে তিনি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে খোজ-খবর নিয়েছেন স্কুলের সামনে একটি ডোবারমত সেখানে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিএম তারিক-উজ-জামান বলেন, এই বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে খোজ খবর নিয়েছি, এটা সাময়িক জলাবদ্ধতা নয়, এটা একটি স্থায়ী সমস্যা কারণ স্কুলের সামনে একটি বড় গর্ত যা ভরাট করতে আলাদা বরাদ্দের প্রয়োজন, সেই

বরাদ্দের চেষ্টা কর হচ্ছে যদি পাওয়া যায় তাহলে সমাধান করা সম্ভব হবে। তাছাড়া স্থানীয় চেয়ারম্যানকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য বলা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে চাচার বিরুদ্ধে প্রবাসী ভাতিজার অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রবাসী ভাতিজার ক্রয়কৃত জমির ১৬ টি মেহেগুনি গাছ, ৫ টি কাঠাল গাছ, ৩টি আম গাছ, ২ টি পেপে গাছসহ অন্যান্য ফসল নষ্ট করে দখল করার অভিযোগ উঠেছে চাচার বিরুদ্ধে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) এবিষয়ে থানায় অভিযোগ করেন প্রবাসীর স্ত্রী মোছাঃ বিলকিস খাতুন। বিলকিস খাতুন লিখিত অভিযোগে জানান, আমার স্বামী মোঃ আব্দুল মান্নান, উপজেলার বৈঠাপাড়া, গ্রামের মোঃ মোতালেব হোসেনের ছেলে তিনি দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া প্রবাসী।

মেয়ের লেখাপড়ার কারণে আমি বর্তমানে ঝিনাইদহে থাকি। এই সূযোগে গত ৩অক্টোবর সকালে আমার চাচা শ্বশুর মোঃ জালাল উদ্দিন (৬৩), মোঃ আনারুল ইসলাম পিতা-মৃত শমসের মন্ডল, আমার চাচাত দেবর মোঃ চয়ন হোসেন (২০), পিতা-আনারুল ইসলাম ও প্রতিবেশি মোঃ নজির মন্ডল
(৬০) পিতা-অজ্ঞাত, এবং অজ্ঞাত ৩/৪ জন মিলে হরিণাকুণ্ডু থানাধীন ২৬ নং বৈঠাপাড়া মৌজায় সাবেক ৩১৫/হাল ৩২৩ দাগের ৬০ শতকের মধ্যে ১০ শতক সাবেক ৩১৪ দাগের ২ শতক সর্বমোট ১২ শতক ক্রয়কৃত এবং দখলকৃত জমিতে লাগানো ১৬টি মেহগনি গাছ, ৫টি কাঠাল গাছ, ৩টি আম গাছ, ২টি পেপে গাছ এবং শতাধিক কচুগাছ কেটে নিয়ে গেছে এবং আবাদী ফসল নষ্ঠ করে দিয়েছে যার ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ১লক্ষ ৫০হাজার। এই কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে তারা বাদিকে মেরে ফেলার হুমকী দেয়। ফলে বাদি ৯৯৯ ফোন দিয়ে পুলিশের সহযোগীতায় থানায় গিয়ে অভিযোগ দাখিল করেন।

তিনি লিখিত আরও অভিযোগে আরও জানান বিবাদীগন আমাদের ক্রয় কৃত সম্পত্তি জোর করে দখল করে নিতে চাই। আমি এবং আমার পরিবারের

লোকজন বাধা দিতে গেলে বিবাদীগন বিভিন্ন ধরনের খুন জখমের হুমিক প্রদান করে। প্রভাবশালী কিছু ভাড়াটিয়া লোকজ ও বিবাদীরা উক্ত জমি জোর পূর্বক দখল করার পায়তারা করিতেছে। স্থানীয় ভাবে কয়েক বার সালিসি বৈঠাক হয় উক্ত বৈঠকে বিবাদীরা তাদের কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারে নাই। আমাদের জমিতে ভোগদখল করিতে গেলে রক্ত ক্ষয়ী সংঘর্ষের আশু সম্ভবনা থাকায় ভয়ে আমরা মুখ খুলতে সাহস পায়না। বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্ত করিয়া বিবাদীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এবিষয়ে ২নং বিবাদী মোঃ আনারুল ইসলাম কাসেমের কাছে জানতে চাইলে তিনি ওখানে ছিলেন না বলে জানান এবং বলেন আমার বড় ভাই জালাল এবং তার ছেলেরা এই গাছ কেটেছে, ওদের সাথে জমি নিয়ে ঝামেলা আছে শুনেছি।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, আমি প্রবাসীর স্ত্রীর লিখিত অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগের বিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।